10

তারিখ 05 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দৈনিক সংবাদ

লালমনিরহাট ঃ ভিন্ন স্টাইলের গণশিক্ষা

অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম তেমন গতি পায়নি

॥ আমিনুল ও গোকুল রায় ॥

লালমনিরহাট, ৫ই জানুয়ারি।– ধুমধাম ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গণশিক্ষার মূল কার্যক্রমটি শেষ হয়েছে লালমনিরহাটে গত সেপ্টেম্বর মাসে। পরবর্তী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীসহ প্রস্তাবিত অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম তেমন গতি পায়নি, চলছে অনেকটা ঢিলেঢালাভাবে।

ভিন্ন স্টাইলে পরিচালিত গণশিক্ষার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা হয়েছে। সর্বশেষ ব্যাচটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬শে সেপ্টেম্বর। গোটা জেলায় একই দিনের পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ২২ হাজার ৯শ' ৮৪ জন নারী ও পুরুষ। এজন্য কেন্দ্র করা হয়েছিল ৭ হাজার ২শ' ৩৭টি। এর আগে দুই ব্যাচে ৪৭ হাজার ৫শ' ২০ জনের পরীক্ষা নেয়া হয়।

গণশিক্ষার এই কাজটি লালমনিরহাটে মূলত প্রথমে শুরু করে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তারা বিক্ষিপ্তভাবে ৪শ' ২১টি গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করে। এসব কেন্দ্রে ১৮ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে এই আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করে একাজটির হাল ধরেন জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহমেদ। তিনি এর বাস্তব রূপ দেন জেলার সকল স্তরের লোকদের নিয়ে। তিনি এ জন্য গঠন করেন 'লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি'। প্রণয়ন করা হয় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী। এটি ওপর-ওয়ালাদেরও পছন্দ হয় এবং সে কারণে অনুমোদনও পাওয়া যায় সহজে। কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের কিছু টাকাও পাওয়া যায়। তবে শিক্ষাদানের শেষ পর্যন্ত যেমন শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য রাত ৮টায় সাইরেন বাজানো হতো, সাথে সাথে সবাই ছুটতো কেন্দ্রের দিকে। বিকেলে কাজের মেয়েরা ছুটি পেতো কেন্দ্রে যাওয়ার জন্যে, এসব আর লক্ষ্য করা যায় না, আর বাজে না কোন সাইরেন, মেয়েদেরও কাজ থেকে ছেড়ে দেয়া হয় না অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্যে এখন।

অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এসব মানুষ এখন কিছু করতে চায়, চায় স্বনির্ভর হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। অপরদিকে লেখাপড়া সেখানোর পর তাদেরকে স্বনির্ভর করে তোলার ব্যাপারে অর্থসহ অন্যান্য সহায়তা দেয়া হবে বলে আশ্বাসও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও গণশিক্ষা পরবর্তী কর্মসূচী সেখানে চালু হয়নি। চালু হয়নি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী-পুরুষদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম।

গণশিক্ষা কার্যক্রমটি শেষ করার পর সেখানে পররতী কর্মসূচীর মধ্যে ছিল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, গ্রাম ও পৌর ওয়ার্ড পর্যায়ে শিক্ষা মিলন কেন্দ্র (লাইব্রেরি) স্থাপন, ১০ থেকে ১৫ বছরের কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা। এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য আনুষঙ্গিক খরচাদিসহ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল প্রায় ৯০ কোটি টাকা। এসব টাকা বরাদ্দের জন্য সেই সময়েই আশ্বাস পাওয়া গেলেও এখনো অনুমোদন করা হয়নি, ওপর থেকে চাওয়া হয় ঋণ বিতরণ পদ্ধতিসহ বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা।

দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও আজো টাকা পাওয়া যায়নি। এখন এই কর্মসূচী সম্বন্ধে অনেকে হতাশ হয়ে পড়েছেন। বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতাই এই হাতাশার প্রধান কারণ বলে তারা জানান। তবে গণশিক্ষা কার্যক্রমের যে মূল উদ্যোক্তা জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহমেদ, তিনি এখনও আশাবাদী। তিনি জানান, যে গণচেতনার সৃষ্টি হয়েছে, তা কেউ ইচ্ছা করলেও বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। একই কারণে এখন প্রাইমারী স্কুলগুলোতেও উপস্থিতির হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। জেলা প্রশাসক গণশিক্ষা পরবর্তী কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য সভা, সমাবেশ ও সেমিনার করছেন বলেও জানান।

লালমনিরহাট গণশিক্ষা পরবর্তী কার্যক্রমের আওতায় "সাপটানা মিলন কেন্দ্র"। কেন্দ্রে আগত সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা, এদের অনেকে সময় ও সুযোগের অভাবে কেন্দ্রে আসতে পারছে না। ছবিটি নেয়া হয়েছে গত ১৪ই নভেম্বর বিকেলে। —সংবাদ